**Khejuri College**
**Subject-Music**
**Paper -GE1**

প্রশ্ন: সংগীত সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর: স্বর সমুহের এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ন রচনা যা সমস্ত প্রাণীর চিত্তকে প্রসন্ন করে তাকেই সংগীত বলে। অর্থাৎ যে স্বর সমষ্টি সকল প্রাণীকে মুগ্ধ করে তাকেই সংগীত বলে। 'সংগীত দর্পণ','সংগীত রত্নাকর', 'সংগীত পারিজাত' প্রভৃতি গ্রন্থে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি কলা বা শিল্পের সমষ্টিকে সংগীত বলা হয়েছে।

" গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং সংগীত মুচ্যতে।"

-সংগীত রত্নাকর

গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি শিল্পের একত্রিত পরিবেশনকে সংগীত বলা হয়।তবে এই তিনটি কলা বা শিল্পের মধ্যে কন্ঠ সঙ্গীতকেই প্রধান বলা হয়েছে। কারণ গীতের অধীন বাদ্য আর বাদ্যের অধীন নৃত্য। সংগীতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কলা বলা হয়েছে। গীত প্রধান বলেই এই তিনটি শিল্পের সমন্বিত রূপকেই সংগীত বলা হয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ কলা সংগীতকে আবার 'পঞ্চম বেদ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সংগীত সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত নারদ কে বলেছেন -

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুন্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ
মদভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।"

( হে নারদ আমি বৈকুন্ঠে থাকি না বা যোগীদের হৃদয়ে থাকি না যে স্থানে আমার ভক্তরা গান করেন সেই স্থানেই আমি অধিষ্ঠান করি।)

'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে মহাকবি শেক্সপিয়ার সংগীত সম্পর্কে বলেছেন - "The man that hath no music in himself, nor is not moved with concord of Sweet Sounds, is fit for treasons, strategems and spoils, The motions of his spirit are dull as night. And his affections dark as Erebus— ".

প্রশ্ন : নাদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : নাদ হল ব্রহ্ম বা ওঁকার ধ্বনি। নিয়মিত ও স্থির আন্দোলন থেকে যে মধুর ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকেই নাদ বলে। শাস্ত্রে পাই যখন আমাদের হৃদয়স্থিত অনাহত চক্রে বায়ু ও অগ্নির সংযোগ হয় তখনই নাদের উৎপত্তি হয়। "সংগীত দর্পণ" গ্রন্থাকার পন্ডিত দামোদর মিশ্র বলেছেন,"ন'-কার প্রাণনামানং 'দ' কার মনিলং বিদুঃ।

জাত প্রণাগ্নি সংযোগেওন নাদোহেভীয়তে।।"

অর্থাৎ 'ন'- কারের অর্থ হলো বায়ু বা প্রাণ এবং 'দ'- কারের অর্থ হলো অগ্নিবা উষ্ণতা।

"সংগীত তরঙ্গ" গ্রন্থাকার বলেছেন -

" যে শব্দ প্রণবময় তারে নাদ বিন্দু কয়।"

নাদ দুই প্রকার। যথা - আহত নাদ ও অনাহত নাদ।

আহত নাদ:- যে নাদ মানুষের ইচ্ছাকৃত আঘাতের দ্বারা সৃষ্টি হয় তাকে আহত নাত বলে। অর্থাৎ পরস্পর আঘাত বা সংঘাতের ফলস্বরূপ যে নাদের সৃষ্টি হয় তাকে আহত নাদ বলে। আহত নাদ আবার দুই প্রকার। যথা - ক)বর্ণাত্মক খ)ধ্বন্যাত্মক।

ক) বর্ণাত্মক: - মানুষের কন্ঠ থেকে যে নাদের সৃষ্টি হয় তাকে বর্ণাত্বক নাদ বলে।

খ)ধ্বন্যাত্মক :- কোন বস্তু অপর কোন বস্তুকে আঘাত করলে যে নাত উৎপন্ন হয় তাকে ধ্বন্যাত্মক নাদ বলে। উদাহরণ স্বরূপ তবলা ইত্যাদির শব্দ বা ধ্বনি।

অনাহতনাদ **:-** যে নাদ মানুষ ইচ্ছাকৃত আঘাত করে সৃষ্টি করতে পারে না প্রকৃতির দ্বারা উৎপন্ন বা সৃষ্ট এই নাদকেই অনাহত নাদ বলে। একে সূক্ষ্ম,গুপ্ত বা অব্যক্ত নাদ বলা হয়। এই নাদ মুনি ঋষিগণ যোগ বা সাধনার মাধ্যমে শুনতে পান সাধারণ মানুষ এই নাদ শুনতে পায় না।

নাদের বৈশিষ্ট্য**:-**

১. নাদের ছোট-বড় বা Magnitude বা রূপভেদ :- একই নাদকে অনুচ্চ স্বরে বা উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করা যায়। নাদ যখন মৃদুভাবে উৎপন্ন হয় তখন তাকে ছোট নাদ বলে। আবার যখন প্রবল ভাবে উৎপন্ন হয় তখন তাকে বড়নাদ বলে। অর্থাৎ 'সা' স্বরটি মৃদু বা প্রবলভাবে গাওয়া বা বাজানো যেতে পারে।

২. নদের গুন বা জাতিভেদ বা Timber :- নাদের জাতির সাহায্যে আমরা কোন শব্দ বা ধ্বনি মনুষ্যকন্ঠ নিঃসৃত অথবা বাদ্যযন্ত্র থেকে উদ্ভূত তা না দেখেও কেবলমাত্র শব্দ শুনেই বুঝতে পারি। যেমন কন্ঠ,হারমোনিয়াম, সানাই, সারেঙ্গি, সেতার,সরোদ ইত্যাদি না দেখে শুধু শব্দ শুনে বোঝা যায় এটা বেহালা না সেতার,সানাই না হারমোনিয়ামের শব্দ। নদের এই জাতিভেদের জন্যই পৃথক পৃথক শব্দ চেনা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা মনে করেন নাদ উৎপন্ন হওয়ার সময় তার সঙ্গে অন্য নাদও উৎপন্ন হয়। এইভাবে যে অতিরিক্ত নাদ উৎপন্ন হয় তাকে সহায়ক নাদ বলে। সহায়ক নাদের আন্দোলনের সংখ্যা এক এক বাদ্যযন্ত্রে এক এক রকম হয়। সেই জন্য শুধু শব্দ শুনে বোঝা যায় কোন শব্দটি কোন যন্ত্রের।

৩. নদীর উঁচু-নিচু বা উচ্চ-নিচতা ভেদ বা Pitch :- নাদের এই উচ্চ-নিচতা হওয়া প্রতি সেকেন্ডের কম্পনের উপর নির্ভর করে। কম্পন যত অধিক হবে নাদও ততই উঁচু হবে। আবার কম্পন যত কম হবে নাদ ততই নিচু হবে। মনে রাখতে হবে যে,কম্পাঙ্কের ওপর নাদের ছোট বড় হওয়া নির্ভর করে না কিন্তু কম্পাঙ্কের উপরে তাদের উচ্চ-নীততা নির্ভর করে। অর্থাৎ নাদের যে কম্পাঙ্ক হতে 'সা' স্বরটি উৎপন্ন হয় পরবর্তী রে,গ, ম ইত্যাদি ক্রমাগত উচ্চ স্বর গুলি অধিক কম্পাঙ্কযুক্ত নাদ থেকে উৎপন্ন হবে। একেই নাদের উচ্চ নিচতা ভেদ বলে।

প্রশ্ন:- সপ্তক সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর:- সা থেকে নি পর্যন্ত সাতটি শুদ্ধ স্বর ক্রমানুসারে লিখলে, বাজালে বা গাওয়া হলে তাকে সপ্তক বলে। একটি সপ্তকে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর মিলিয়ে মোট 12 টি স্বর ও ২২ টি শ্রুতি থাকে। সপ্তকে তিনটি ভাগ,(১) মন্দ্র সপ্তক বা উদারা (২) মধ্য সপ্তক মুদারা (৩)তার সপ্তক বা তারা।

(১) মন্দ্র সপ্তক বা উদারা :- এই সপ্তকের স্বরগুলি মধ্যসপ্তকের স্বর গুলি থেকে দ্বিগুণ নিচে এবং তার সপ্তকের স্বরগুলি থেকে চার গুণ নিচে গাওয়া বা বাজানো হয়। এই সপ্তকের চিহ্ন হল স্বরের নিচে বিন্দু বসে।

(২) মধ্য সপ্তক বা মুদারা :- এই সপ্তকের স্বরগুলি মন্দ্র সপ্তকের স্বরগুলি থেকে দ্বিগুণ উঁচু এবং তার সপ্তক এর স্বরগুলির থেকে দ্বিগুণ নিচু হয়। এই সপ্তকের কোন চিহ্ন নেই।

(৩) তার সপ্তক বা তারা :- এই সপ্তকের স্বরগুলি মন্দ্র সপ্তকের স্বরগুলির থেকে চার গুণ উঁচু এবং মধ্য সপ্তকের স্বরগুলির থেকে দ্বিগুণ উঁচু হয়। এই সপ্তকের চিহ্ন স্বরের ওপরে বিন্দু বসে।

প্রশ্ন :- অতুল প্রসাদ সেনের সাংগীতিক অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করো।

উত্তর :- ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে অক্টোবর অতুলপ্রসাদ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম রামপ্রসাদ সেন। অতুলপ্রসাদের মাত্র তেরো বছর বয়সে তার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাকে মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের কাছে মানুষ হতে হয়। অতুল প্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর কর্মজীবন লখনৌতে শুরু হয়। তিনি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করেন। তিনি "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে"র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ২৬ শে আগস্ট তার মৃত্যু হয়। "কাকলি", "কয়েকটি গান", "গীতিগুঞ্জ" এই তিনটি গ্রন্থে অতুলপ্রসাদের গানগুলি সংকলিত হয়েছে।

সংগীতিক অবদান **:-** অতুলপ্রসাদ সেনের গানগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ১)দেবতা ২)প্রকৃতি ৩)স্বদেশ ৪) মানব ৫)বিবিধ। তাঁর গানগুলিকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভক্তিগীতি হল তার মধ্যে শ্রেষ্ঠগীতি। তাঁর ভক্তিগীতিগুলি আগাগোড়া বিষাদে ভরা। তাঁর রাগাশ্রীত গানগুলি ভারতীয় হিন্দুস্থানীরা সংগীতের রীতিকে অনুসরণ করে রচিত। "সে ডাকে আমারে", "আমার বাগানে এত ফুল" এই গান দুটিতে হিন্দি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনেক মিল পাই।

রবীন্দ্র সংগীতে যেমন ধ্রুপদ,দ্বিজেন্দ্রগীতিতে যেমন খেয়াল তেমন অতুলপ্রসাদের গানে টপ্পা ও ঠুংরির আমেজ পাওয়া যায়। “কে যেন আমায় বারে বারে চায়” এই গানে যেমন টপ্পার ছাপ পাই তেমনি “কে আবার বাজায় বাঁশি” এই গানে ঠুংরির সুর ভেসে আসে। অতুল প্রসাদের গান করুন রসের গান। তাঁর গানে বাউল,কীর্তন, গজল, রামপ্রসাদী ও দাদরা প্রভৃতি গীতশৈলীর প্রভাব পড়েছে। তাঁর স্বদেশী গান গুলিতে বিদেশি সুরের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। দিলীপ কুমার রায় বলেছেন,“অতুলপ্রসাদের ছিল নেওয়ার আশ্চর্য শক্তি”।